দৈনিক বাংলা

046

তারিখ 3 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তকে অভিন্ন বানানরীতি

১.১০ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ১৯৮৮ সালের ২১—২৩ অক্টোবর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশিবিরের উদ্দেশ্য ছিলঃ

"১। ১৯৮৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বানানের যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে সেটিসহ এ পর্যন্ত বাংলা বানানের নীতিনির্ধারণ সম্পর্কিত যেসব উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা।

২। একই শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ বানান রূপ থেকে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ।

৩। যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপ ব্যবহারের নিয়মনীতি নির্ধারণ।

৪। বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ।

৫। উপরোক্ত ১ থেকে ৪-এর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলা বানানের একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও বানানের নির্দেশিকা প্রণয়ন।"

১.২০ ভাষা বিশেষজ্ঞসহ স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষা-প্রশাসক, সাংবাদিক, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড ও ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের আন্তরিক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আনন্দদায়ক পরিবেশে কর্মশিবিরের সকল কার্য সুসম্পন্ন হয়।

১.৩০ উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশন ছাড়া কর্মশিবির সাতটি অধিবেশনে বিন্যস্ত হয়। এতে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। পরবর্তী স্তরে অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রাসঙ্গিক সুপারিশ প্রণয়ন করেন। সাধারণ অধিবেশনে সুপারিশগুলি আলোচনার পর তার সমন্বয়সাধন করা হয়। তারপর একটি অধিবেশনে সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

২.০০ সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবেঃ

২.০১ রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন, কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

২.০২ সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম স্থানে ং লেখা হবে। যেমন, অহংকার, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। যেমন অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন, রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন, বাঙালি, রাঙা।

২.০৩ হসচিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে।

২.০৪ যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন, পাখি, বাড়ি।

২.০৫ ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন, অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

২.০৬ কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন, গাভী, রানী, হরিণী।

২.০৭ ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে, যেমন, ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

২.০৮ বিশেষণবাচক 'আলি'—প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন রূপালি, সোনালি।

২.০৯ পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই-কার হবে। যেমন, লোকটি।

২.১০ অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়): কী (সর্বনাম), তৈরি (ক্রিয়া): তৈরী (বিশেষণ), নিচ (নিম্ন অর্থে): নীচ (হীন অর্থে) কুল (বংশ অর্থে): কূল (তীর অর্থে)।

২.১১ বাংলায় প্রচলিত তদ্ভব বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি-পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন, কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবেঃ (ক) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে যে যোয়াদ ও যালের জন্য য ব্যবহৃত হবে। যেমন, আযান, এখিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত। (খ) অনুরূপ শব্দে আরবি সোয়াদ ও সিনের জন্য স এবং শিনের জন্য শ হবে। যেমন, সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা। (গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত S ধ্বনির জন্য স, Sh,-sion,-ssi on-Tion, প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং ধ্বনির জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে। (ঘ) ইংরেজি বর্ণ ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন, এলকহল, এসিড। (ঙ) christ ও christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে।

২.১২ পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তাছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে নাসিক্যধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের পূর্বে কেবল ঞ (যেমন, অঞ্চল, অঞ্জলি, বাঞ্ছা), ট-বর্গের পূর্বে কেবল ণ (যেমন, কাণ্ড, ঘণ্টা) এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন তন্তু, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিসধ্বনি যুক্ত করার জন্য অঘোষ চ-বর্গের পূর্বে কেবল শ (যেমন, নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র) অঘোষ ট-বর্গের পূর্বে কেবল ষ (যেমন কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং অঘোষ ত-বর্গের পূর্বে কেবল স (যেমন, অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

২.১৩ পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন, ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

২.১৪ ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন, করব, হল ইত্যাদি। এত,

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবিরের সুপারিশমালা

মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন করো, কোরো, বলো, বোলো।

২.১৫ ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলি বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন, শুভ, রূপ, হৃদয়।

২.১৬ যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণ-রূপে লিখিত হবে। যেমন, অঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

২.১৭ যেসব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে—যেমন, ক্ষ (ক+ষ), জ্ঞ (জ+ঞ), হ্ম (হ্+ম), সেগুলির প্রচলিত রূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ+চ), ঞ্ছ (ঞ+ছ), ঞ্জ (ঞ+জ), ট্ট (ট+ট), ট্র (ট+র), ত্ত (ত+ত), ত্থ (ত+থ), ত্র (ত+র), ভ্র (ভ+র) হ্ণ (হ+ণ), হ্ন (হ+ন), ব্ধ (ব+ধ) ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

২.১৮ সমাসবদ্ধ পদ এক সঙ্গে লিখতে হবে। যেমন, জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা এক সঙ্গে লেখা হবে। যেমন, কোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যাবে। যেমন, মত-অনুযায়ী, সম্মতি-ব্যতিরেকে।

২.১৯ বিশেষণ বাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি-বাচক), হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন, একজন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।

২.২০ নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন, ভয়ে নয়, হয় না, আসেনি, হাতে নেই।

২.২১ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (সাঃ) এবং বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আঃ), (রঃ) অথবা (রাঃ) লিখতে হবে।

২.২২ লেখক ও কবির নামের বানান তিনি যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

২.২৩ বাংলাদেশের টাকার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে ছাত্রদের

(৮-এর পৃঃ দ্রঃ)

বানানরীতি

(৬-এর পৃঃ পর)

পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে ট—এই চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

২.২৪ নিম্নলিখিত অভিধানগুলিতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যাবেঃ

চলন্তিকাঃ রাজশেখর বসু
ব্যবহারিক শব্দকোষঃ কাজী আবদুল ওদুদ
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দু খন্ডঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলনঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল
পারস্যো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলিঃ গোলাম মকসুদ হিলালী।

২.২৫ নির্ভুলভাবে পাঠ্যবই মুদ্রণের জন্য প্রতিটি ফর্মার একটি মাত্র অনুমোদিত পজিটিভ তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। বই প্রকাশের জন্য এই পজিটিভের প্রতিলিপি প্রত্যেক মুদ্রাকরকে সরবরাহ করা হবে।

৩.০০ এই সঙ্গে আরও কয়েকটি সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

৩.০১ উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

৩.০২ বানানের যে-নীতিমালা গৃহীত হল, তা সকল স্কুলে পাঠানো যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে তা সংবাদপত্রেও প্রকাশ করা যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে যে, এই নীতিমালা শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য নির্ণয় করা হয়েছে।

৩.০৩ প্রাথমিক স্তরের সকল বাংলা বইতে যুক্তবর্ণের তালিকা প্রদান করা হবে। এতে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়ে কী কী রূপ ধারণ করে, তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারবে। যেমন, ক+ক=ক্ক, ক+ব=ক্ব, জ+ঞ=জ্ঞ, ঞ+জ=ঞ্জ, হ+ণ=হ্ণ, হ+ন=হ্ন।

৩.০৪ বানানের যে-নীতিমালা গৃহীত হল, সেই-অনুযায়ী প্রথমে একটি শব্দতালিকা প্রণয়ন করা হোক এবং তা এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থিত করে চূড়ান্ত করা হোক। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বইতে ব্যবহার্য শব্দের বানানের এই তালিকা শেষ পর্যন্ত একটি অভিধানের রূপে প্রকাশ করা হোক।

৩.০৫ এই কর্মশিবিরের পূর্ণ

(৯-এর পৃঃ দ্রঃ)

বানানরীতি

(৮-এর পৃঃ পর)

প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হোক এবং তা অন্তত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রচার করা হোক।

৩.০৬ বানানের গৃহীত নীতিমালা যাতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়, সে জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড—কর্তৃপক্ষকে ছাপাখানার মালিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।